দৈনিক বাংলা
৪৫
তারিখ 10 APR 1988
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন

শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে ঃ এরশাদ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের বর্তমান ধারার রাজনীতি থেকে বিরত রাখতে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক বর্তমান ধারা চলতে থাকলে দেশের ক্ষতি হবে। এতে সমাজ জীবন ব্যাহত হচ্ছে। তাই দলীয় স্বার্থে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলী দেবেন না।

শিক্ষা সপ্তাহ ১৩৯৪-এর উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই আবেদন জানান। শনিবার সকালে শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এর আগে স্বাগত ভাষণ দেন শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। এতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি নূরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রধানরা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। এবারের শিক্ষা সপ্তাহের মূল

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শনিবার শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে শিক্ষা সপ্তাহ-৮৮র উদ্বোধনী

দৈনিক বাংলা
তারিখ 10 APR 1988
৫ ৭ কলাম

শিক্ষার পরিবেশ

(১ম পৃঃ পর)

ধ্বনি হচ্ছে "শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ"।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে চট্টগ্রামে তিনটি তরুণ ছাত্রের অকাল মৃত্যু ও এর প্রতিবাদে আহূত অর্ধ দিবস হরতাল আহবানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই আহবানকারী ছাত্র প্রতিষ্ঠান দুটি হচ্ছে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন। গত কয়েক দিনে তাদের মধ্যে সংঘর্ষে তিনটি তরুণ ছাত্রের মূল্যবান জীবন ঝরে গেল। এর প্রতিবাদে হরতাল ডাকা হয়েছে। এতে কার লাভ হয়েছে? কারো লাভ হয়নি। কেবল ক্ষতি হয়েছে এদের পরিবারের। মায়ের কোল খালি হয়েছে। হরতালে জাতির কোন লাভ হচ্ছে না। লাভ হচ্ছে না রিকশাওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের।

রাজশাহীর রাস্তায় 'নকল করার অধিকার দিতে হবে" এই স্লোগান সংবলিত ব্যানার নিয়ে ছাত্রদের মিছিল বের করা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই যদি হয় ছাত্রদের দাবী, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কি তা আপনারাই ভেবে দেখুন। আজ ছাত্রদের রাজনীতি করার সুযোগ হয় কেন? কারণ তাদের পরীক্ষা দিতে পড়াশুনা করতে হয় না। বিদ্যাহীন সার্টিফিকেট হলেই তাদের চলে।

উচ্চ শিক্ষা স্তরে বিরাজমান কিছুটা অস্থিরতার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ ছাত্র রাজনীতিকে বহুলাংশে দায়ী করেন। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ সমভাবে সকলের। শিক্ষাঙ্গন কলুষমুক্ত করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট একটি উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সরকারের প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করেন। এ জন্যে সংবিধানে ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনাও চলছে। চলতি পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ এক হাজার ১৭০ কোটি টাকার মধ্যে সিংহ ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৪৬ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি একই সঙ্গে দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার আহবান জানান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, এই স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির চাপ হ্রাস করার জন্যে জেলা সদরের কয়েকটি সরকারী কলেজে অনার্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা হয়েছে। বিগত ছয় বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাবদ প্রদত্ত সরকারী অনুদান শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ দেশের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের সযত্ন প্রয়াস, বর্তমানে খুলনা ও সিলেটে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কাজের দ্রুত অগ্রগতি, ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন হল, শিক্ষকদের জন্য বাসভবন ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ, বইপত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের কথা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার উদাহরণ দেন।

দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে একটি কার্যকর ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশ পেশের জন্য গঠিত শিক্ষা কমিশনের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জানান, কমিশনের রিপোর্ট সরকারের হাতে এসেছে। সুপারিশগুলো যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকার উদগ্রীব।

শিক্ষামন্ত্রী

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ "শিক্ষা সপ্তাহ ১৩৯৪" এর কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে দেশবাসী শিক্ষিত জনগোষ্ঠির সুচিন্তিত মতামত প্রত্যাশা করে। এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে বিগত ছয় বছরে সরকার বিভিন্ন ফোরামে শিক্ষা সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছে। শিক্ষা সপ্তাহ ১৩৯৪ তেমনি একটি ফোরাম।